

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মোহন একদুর্ঘনায় আহত হয়ে বাম পা হারায়। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সাম্প্রনা দিতে পারে না। একদিন ঝড়ে আহত হওয়া একটি শালিক পাখির বাম পা মুচড়ে যাওয়া দেখে মোহন কষ্ট পায়। চিকিৎসকের পরামর্শ নকল পা ব্যবহার করলেও তার অতৃপ্তি ছি। শালিকাটির পা ভালো করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে সে। এর মধ্যে মোহন নিজের পা হারবার কথা ভুলতে চায়।

ক. পাখি গল্পটি লীলা মজুমদারের কোন গল্পসংকলনে অন্তর্গত।

খ. অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছা করে। কুমুর এ কথার অর্থ কী?

গ. উদ্দীপকে মোহন যে বাস্তবতায় পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে তার সাথে গল্পের কুমুর সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের বাইরেও গল্পের কুমুর অন্যান্য দায়িত্ববোধ ছিল উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা কর।

১নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. পাখি গল্পটি লীলা মজুমদারের চিরকালেরসেরা গল্প সংকলনের অন্তর্গত।

অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছা করে। কুমুর এ কথার অর্থ পাখি শিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

গল্পে শিকারির গুলির আঘাতে একটি বুনো হাস আহত হয়েছিল। তাকে দেখে লাটু বলেছিল আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত। লাটুর এ কথার প্রতিবাদে কুমু প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে। সে চায় না পাখি শিকার হোক।

গ. উদ্দীপকে মোহন যে বাস্তবতায় পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে তার সাথে গল্পের কুমুর নিজের অসুস্থতাজনিত কারণের সাদৃশ্য আছে। পাখি গল্পের কুমুর ডান পা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে তার বেশি ওঠেনা কুমুকে খুড়িয়ে চলতে হয়। একদিন একটি বুনো হাসকে অনুভব করে। অন্যের কষ্টে নিজের কষ্ট বোঝা যায়। কুমু সে বাস্তবতা থেকেই পাখিটির মধ্যে নিজেকে খুজে পেয়েছে।

উদ্দীপকে মোহন দুর্ঘটনার পা হারবার পর চিকিৎসকের পরামর্শ নকল পা ব্যবহার করে। ঝড়ে আহত একটি শালিকের পা মুচড়ে গেলে তার সেবা করার সময় মোহন নিজের পা হারবার কষ্ট বোধ করে। প্রকৃতিতে জীবমাত্রই ব্যথার অনুভূতি আছে এবং তা মানুষের মধ্যে সহানুভূতিশীল সবচেয়ে বেশি। মোহন মূলত গল্পের কুমুর মতো পাখির ব্যথায় নিজে ব্যথিত হয়েছে নিজের বাস্তবতায়। উদ্দীপক ও গল্পের মধ্যে? পারস্পরিক সাদৃশ্য এভাবেই এসেছে।

ঘ. উদ্দীপকের বাইরেও গল্পের কুমুর অন্যান্য দায়িত্ববোধ ছিল। উক্তিটি যথার্থ।

পাখি গল্পে শিকারির গুলিতে আহত হয় একটি বুনো হাস। পাখিটিকে সুস্থ করে তুলতে পরিশ্রম করে কুমু ও লাটু। কুমু চিন্তভাবনা করেছে পাখিটিকে কোথায় কীভাবে রাখলে সুস্থ থাকবে। পাখিটি সুস্থ হলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে মোহন দুর্ঘটনায় তার বাম পা হারায়। চিকিৎসকের পরামর্শ নকল পা ব্যবহার করে। একদিন ঝড়ে আহত হয়ে পা মুচড়ে যাওয়া একটি শালিককে দেখে। শালিকাটির পা সুস্থ করতে চেষ্টা করে সে এবং নিজের পা হারবার কষ্ট অনুভব করে। এর বাইরে মোহনের আর কোনো তৎপরতা নেই।

গল্পে কুমু পাখিটিকে সুস্থ করতে নিজের সাধের সব চেষ্টাই করে। তার লক্ষ্য ছিল পাখিটিকে সুস্থ করে তোলা। উদ্দীপকে কুমুর মতো বিস্তৃত চেষ্টা নেই মোহনের। সে শুধু শালিকাটির পা সুস্থ করার সময় নিজের পা হারবার কষ্ট অনুভব করে। অতএব উদ্দীপকের বাইরেও গল্পের কুমুর অন্যান্য দায়িত্ববোধ উক্তিটিই যথার্থ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ঝগড়ুর পাখিপ্রেমী। বনেবাদাড়ে বিভিন্ন রকমের পাখি খুজে বের করা তারকাজ। সাধারণ মানুষকে সে পাখি শিকার থেকে বিরত থাকতে বলে। ঝড়ে একবার অনেক পাখি আহত হয়। পরদিন দেখা গেল ঝগড়ু ওষুধের ব্যাগ হাতে পাখিদের সেবা করছে। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই তাকে পাগল বলে ঠাট্টা করে।

ক, কুমু কে?

খ. পাখি ও প্রকৃতির সম্পর্ক বুঝিয়ে লিখ।

গ. উদ্দীপকে ঝগড়ু চরিত্রের ভূমিকার সাথে গল্পের কুমুর সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. পাখি সংরক্ষণে ঝগড়ুর মতো লোক থাকা জরুরি। পাখি গল্পের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. কুমু পাখিপ্রেমী এক কিশোরী।

খ. পাখি ও প্রকৃতির মধ্যে পরিবেশগত সম্পর্ক বিদ্যমান।

পাখির বসবাস প্রকৃতিতে। প্রকৃতিতে মানুষ গাছপালা প্রাণিজগতের অন্যসব উপাদানের সাথে পাখিও একটি উপাদান। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কিত। পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষায় পাখি ও প্রকৃতির সম্পর্ক আছে।

গ. উদ্দীপকে ঝগড়ু চরিত্রের ভূমিকার সাথে গল্পের কুমুর পরিবেশগত দায়বদ্ধতা সাদৃশ্য আছে।

লীলা মজুমদার রচিত পাখি কিশোর উপযোগী গল্প। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমু পরিবেশ সচেতন। সে চেতনা থেকেই সে পাখিপ্রেমী। তাই শিকারির গুলির আঘাতে আহত বুনো হাসকে সুস্থ করার জন্য পরিশ্রম করে। পাখি যে প্রকৃতির জন্য উপযোগী কুমু তা জানে তাই সে পাখিটিকে সুস্থ করে তোলে।

উদ্দীপকে পাখিপ্রেমী ঝগড়ুর বনেবাদাড়ে ঘুরে পাখি সংগ্রহ করে। সাধারণ মানুষকে শিকার থেকে বিরত থাকতে বলে। একবার ঝড়ে আহত পাখিদের সুস্থ করতে নিজে ওষুধ দেবার কাজ করে। ঝগড়ু ভূমিকা পরিবেশের প্রতি তার সচেতনতার প্রমাণ। গল্পের কুমুর মতো পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এ জায়গাটিতে উদ্দীপকের ঝগড়ুর সাথে সাদৃশ্য আছে।

ঘ. পাখি সংরক্ষণে ঝগড়ুর মতো লোক থাকা জরুরি উক্তিটি যথার্থ।

পাখি গল্পে কিশোরী কুমুনিজের অসুস্থতার জন্য নিজেকে অসহায় ভেবেছিল। শিকারির গুলিতে আহত পাখিটিকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। পাখিটি অসহায় দেখে কুমু নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। পাখি শিকারের বিরোধী ছিল সে। এ মানসিকতাই পাখি সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে

উদ্দীপকে ঝগড়ু পাখিপ্রেমী। পাখি শিকার থেকে বিরত থাকার জন্য সাধারণ মানুষকে সে সচেতন করে। ঝড়ে আহত পাখিদের ওষুধ দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করে। পাখি সংরক্ষণ করাই ছিল ঝগড়ুর মূল উদ্দেশ্যে। তারমতো লোকই পাখিদের নিরাপত্তা দিতে পারে।

গল্পে কুমু যেমানসিকতা থেকে পাখিটিকে সুস্থ করে তুলেছে তারমধ্যে ছিল পাখির প্রতি ভালোবাসা। অন্যদিকে থেকে সেখানে দায়বদ্ধতাও ছিল যা পাখি সংরক্ষণে সহায়ক। উদ্দীপকে ঝগড়ু প্রত্যক্ষভাবে পাখি সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং বলা যায় পাখি সংরক্ষণের ঝগড়ুর মতো লোক থাকা জরুরি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। হাসরা গিয়ে কোথায় নামল।

উত্তরঃ হাসরা গিয়ে জলে নামল।

প্রশ্নঃ ২। পাখির ঝাক কোন দিকে উড়ে গেল।

উত্তরঃ পাখির ঝাক দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল।

প্রশ্নঃ ৩। পাখিটি ঠুকরে কাকে ভাগিয়ে দিল?

উত্তরঃ পাখিটি ঠুকরে বিড়ালকে ভাগিয়ে দিল।

প্রশ্নঃ ৪। লাটুর ঠাকুরমার নাম কী?

উত্তরঃ লাটুর ঠাকুরমার নাম কুমু।

প্রশ্নঃ ৫। বুনো হাসের রং কেমন?

উত্তরঃ বুনো হাসের রং ফিকে ছাই রঙের।

প্রশ্নঃ ৬। কারা উপরের ক্লাসে উঠে যাবে?

উত্তরঃ হাসি রত্না উপরের ক্লাসে উঠে যাবে।

প্রশ্নঃ ৭। দিদিমার বাসা কোথায় ছিল?

উত্তরঃ দিদিমার বাসা ছিল সোনারুড়িতে।

প্রশ্নঃ ৮। লীলা মজুমদার মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?

উত্তরঃ লীলা মজুমদার মৃত্যুবরণ করেন ২০০৭ সালে।

প্রশ্নঃ ৯। লাটু কুমুর খাটে কী রেখেছিল?

উত্তরঃ লাটু কুমুর খাটে ফুল রেখেছিল।

প্রশ্নঃ ১০। বুনো হাস কোথা থেকে উড়ে আসে?

উত্তরঃ বুনো হাস উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে উড়ে আসে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। কুমু সব পড়া ভুলে যাবে কেন?

উত্তরঃ বিশ্বামের জন্য দিদিমার বাড়িতে গেলে কুমু সব পড়া ভুলে যাবে।

পাখি গল্পের কিশোরী কুমু তিন মাস যাবৎ পায়ের ব্যথায় ভুগছে। লোহার ফ্রেম বেধে একটু একটু করে সে হেটে বেড়ায়। ঠিকমতো সে পড়ালেখা করতে পারে না। বাবা কুমুকে বিশ্বাম নিতে দিদিমার কাছে যেতে বলে। এত বড় বিরতিতে পড়ালেখা নিয়ে কুমু শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই দিদির বাড়িতে বাড়াতে যাওয়ার আগে সে পড়ালেখা ভুলে যাবার কথা বলে।

প্রশ্নঃ ২। জানালার বাইরে কুমু শোরগোল শুনতে পেয়েছিল কেন?

উত্তরঃ বিড়াল ও আহত পাখির সৃষ্ট শোরগোল জানালার বাইরে কুমু শুনতে পেয়েছিল।

একটি আহম পাখির সাথে কুমুর গভীর বন্ধুত্ব হয়। কুমু নিজেও অনেক অসুস্থ। তাই স্নেহপরায়ন কুমু পাখিটিকে সব সময় দেখভাল করে কিন্তু হঠাৎ একটি বিড়াল দুর্বল পাখিটির উপর আক্রমণ করে। পাখিটিও সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিজেকে রক্ষা করতে। তাই পাখিটিবিড়ালকে চোঁট দিয়ে ঠুকরে দেওয়ার শোরগোল কুমু শুনতে পেয়েছিল।

প্রশ্নঃ ৩। পাখিটির পাখায় লাটু মলম লাগিয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ শিকারির গুলিতে আহত পাখিকে সুস্থ করতে লাটু পাখির পাখায় মলম লাগিয়েছিল।

পাখি গল্পে গল্পকার লীলা মজুমদার প্রাণীর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম মমতার চিত্র তুলে ধরেছেন। হঠাৎ কুমু আর লাটু দুজনে একটি রক্তাক্ত পাখি দেখতে পায়। পাখিটির এই করুণ অবস্থা তাদের হৃদয়কে মর্মান্বিত করে। পাখিটির দ্রুত সুস্থতার জন্য মলম লাগানোর চিন্তা করে। তাই আহত পাখিকে দ্রুত সুস্থ করতে লাটু পাখির পাখায় মলম লাগিয়েছে।

প্রশ্নঃ ৪। কুমু কেন পাখিটিকে বাচাতে চেয়েছে?

উত্তরঃ পাখিটির প্রতি সহানুভূতি থেকে কুমু পাখিটিকে বাচাতে চেয়েছে।

শিকারীদের বন্ধুকের গুলির আঘাতে একটা বুনো হাস আহত হয়। কুমু পাখিটির কষ্ট দেখে নিজেও কষ্ট পায়। পরে পাখিটিকে বাচাতে চেষ্টা করে লাটুর সহযোগিতা নিয়ে। পাখিটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলেই কুমু তাকে বাচাতে চেয়েছে।

প্রশ্নঃ ৫। কুমুর চরিত্রটিকে কীসের প্রতীক বোঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ কুমুর চরিত্রটিকে প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রতীক বোঝানো হয়েছে।

পাখি গল্প শিকারির গুলির আঘাতে আহত বুনো হাসের সুস্থতার জন্য সেবা করতে কুমুকে দেখা যায়। অবুঝ অনেকেই অবহেলা করে। কুমু পাখির কষ্টকে অনুভব করে তাকে সুস্থ করে তুলতে সেবা করে। প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাকা উচিত কুমু চরিত্রটি তারই প্রতীক।

অতিরিক্ত সৃষ্টিশীল প্রশ্নঃ

১। রিমি স্কুলে যাওয়ার সময়দেখে একটি শিশু রাস্তার ধারে শীতে কাপছে। তা দেখে তার মধ্যে সমবেদনা জেগে উঠল। তাই নিজের গায়ের শীতের নতুন কাপড়টি তাকেদিয়ে দেয়। এতে শিশুটি খুব খুশি হয়। এর কয়েক দি পর রিমির মা সেই শীতের কাপড়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সে ভয়েভয়ে সেই ঘটনা বলে। এমন কাজের কথা শুনে রিমির মা খুব খুশি হলো এবং অসহায়দের সাহায্য করতে যে সেও ভালোবাসে তা রিমিকে জানাল।

ক. লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিসের শব্দ হলো?

খ. বুনোহাস আসাতে শিকারীদের মজা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রিমির মা পাখি গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের রিমি যেন পাখি গল্পের কুমুর চেতনাই ধারণ করে। উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

২। টিটু সাইকেল চালানো শিখতে গিয়েমারাতুকভাবে আহত হলো। ডাক্তার তাকে ছয় মাসেরজন্য বিশ্রাম নিতে বলল। বিশ্রামের পাশাপাশি নতুন পরিবেশ নিশ্চিত করতে টিটুর বাবা তাকে গ্রামের বাড়িতে চাচা চাচির কাছে রেখে আসে। টিটুর কেবলদুখ হয় যে তার বন্ধুরা তাকেফেলে উপরের ক্লাস উঠে যাবে। গ্রামের প্রকৃতি আর পাখি দেখে তার সময়কেটে। এ সময় সে নিজেকে সুস্থ অনুভব করে।

ক. মগডাল শব্দে রঅর্থ কী?

খ. লাটু লেবু গাছের ডালে ঝুড়ি বেধে দিল কেন?

গ. উদ্দীপকের টিটু পাখি গল্পের কুমুর সাথে কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের টিটু পুরোপুরি পাখি গল্পের কুমু নয়। মন্তব্যটি যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৩। রাতের ঝড়ে আহত হয়ে একটি ঘুঘু পাখি বাতুলদের আঙিনায় পড়ে রইল। ঘুম থেকে জেগে আহত পাখিটিকে দেখে রাতুল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। গরম পরিবেশ দিয়ে গায়ে ব্যাভজ বেধে দিয়ে সে পাখিটিকে সুস্থ করে তুলল কিন্তু পাখিটি সুস্থ হলে সে পাখিটিকে পুষবে বলে খাচার বন্দি করে রাখল। অন্য ঘুঘু পাখি উড়ে যেতে দেখলেই রাতুলের পাখিটি ডানা ঝাপটায় ডাকতে থাকে।

ক. বুনোহাসরা বিশ্রাম নিয়ে কোন দিকে যাবে?

খ. কুমু পাখিটাকে লেপের মধ্যে ডাকে রাখতে চায় কেন? ব্যাখ্যা কর

গ. কোন দিন দিয়ে উদ্দীপকের রাতুল পাখি গল্পের লাটুর প্রতিনিবিড় করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের রাতুল পাখি গল্পের লাটু কুমুর সত্তার এক অংশ ধারণ করে মাত্র। মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

পাখি

১। আহত বুনো হাস কোথায় গুলি লেগেছে?

ক. পায়ে

খ. ডানায়

গ. পাখনায়

ঘ. বুকে

২। কে কুমুকে হাত পা চালাতে বলেছে?

ক. ডাক্তার

খ. দিদিমা

গ. লাটু

ঘ. বাবামা

৩। পাখিটা বুড়িতে বসে কালো ঠোঁটদিয়ে কী করে?

ক. বাচ্চাকে আদর করে

খ. গাছের পাতায় ছিড়ে

গ. বুকুর পালক পরিষ্কার করে

ঘ. পোকামাকড় ধরে

৪। বুনো হাস কী রকম নকশা করে উড়ে গেল।

ক. ধনুকের মতো

খ. তীরের মতো

গ. কাস্তুর মতো

ঘ. বাকা চাদের মতো

৫। কুমুর কোন অঙ্গ একটি ছোট মনে হলো?

ক. ডান হাত

খ. বাম হাত

গ. ডান পা

ঘ. বাম পা

৬। লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিম্মাকে কিসের গল্প বলে?

ক. শিকারির

খ. পাখির

গ. ভূতের

ঘ. স্কুলের

৭। সারারাত বিশ্রামের পর বুনো হাসেগুলো কখন দল বেধে

আকাশে উড়ে?

ক. পরদিন সকালে

খ. পরদিন দুপুরে

গ. পরদিন বিকালে

ঘ. পরদিন ভোরে

৮। কুমু দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে ওঠে কী করতে বসল?

ক. অঙ্ক কষতে

খ. কবিতা পড়তে

গ. নাশতা করতে

ঘ. গল্প করতে

৯। কুমু কোথা থেকে ছোট বিস্কুটের বাস্ক বের করল?

ক. আলমারি থেকে

খ. খাটেরনিচ থেকে

গ. তাকের ওপর থেকে

ঘ. বালিশের তলা

থেকে

১০ কুমু হঠাৎ কোথায় শোরগোল শুনতে পেল?

ক. বাড়ির ছাদে

খ. বাড়ির বারান্দায়

গ. জানালার বাইরে

ঘ. দরজার বাইরে

১১। বিড়ালকে ঠুকরে দেওয়া দেখে দুটো কাক কী করল?

ক. মজা দেখল

খ. চিৎকার করল

গ. উড়ে গেল

ঘ. ভয় পেল

১২। কুমু গাছের ডালে কী দেখে চমকে উঠল?

ক. পাখি

খ. লাটুকে

গ. সাপ

ঘ. বিড়াল

১৩। কুমুরকত মাস লেগেছিল পায়ে লোহার ফ্রেম বেধে

হাটতে শিখতে?

ক. একমাস

খ. দুই মাস

গ. তিন মাস

ঘ. চার মাস

১৪। বেচে উঠেছিল এই যথেষ্ট উক্তিটি কারা করেছিল?

ক. বাবা মা

খ. প্রতিবেশিরা

গ. ভাইবোনেরা

ঘ. মাসিরা

১৫। লাটু ছেলেটা কেমন?

ক. মজার

খ. হিংসুটে

গ. পড়ুয়া

ঘ. চঞ্চল

১৬। কে কুমুকে পড়াবে?

ক. স্কুলের শিক্ষক

খ. লাটুর বাড়ির

মাস্টার

গ. কুমুর মামা

ঘ. দিম্মার ভাই

১৭। মস্ত জানালার ধারে কোথায় কিসে বসে কুমু দুরের বিল দেখে?

ক. দোলনায়

খ. আরাম চেয়ারে

গ. খাটের উপর

ঘ. বিছানায়

১৮। ওই দেখ বুন্দো হাসের আবার এসেছে উজ্জিটি কার?

ক. কুমু

খ. লাটু

গ. দিম্মার

ঘ. শিকারি

১৯। বুন্দোহাসরা কোথায় থেকে এসেছে?

ক. পূর্বের ঠান্ডা দেশ

খ. উত্তরের বিল

থেকে

গ. উত্তরের ঠান্ডা দেশ

ঘ. উত্তরের বিল পেরিয়ে

২০। বুন্দো হাস রা বিশ্রাম নিয়ে কোন দিকে উড়ে যায়?

ক. পূর্বে

খ. পশ্চিমে

গ. উত্তরে

ঘ. দক্ষিণে

২১। লাটু হাতের ফুলটি কোথায় রেখেছিল?

ক. কুমুর খাটে

খ. কুমুর টেবিলে

গ. কুমুর চেয়ারে

ঘ. দিম্মার কাছে

২২। আহত পাখিটার জন্য লাটু গাছের ডালে কী বেধে দেয়?

ক. ঝড়ি

খ. খাচা

গ. জাল

ঘ. মাচা

২৩। লাটু পাখিটায় ডানায় ক লাগিয়ে দেয়?

ক. চুন হলুদ

খ. হলদে মলম

গ. আকন্দ পাতা

ঘ. সাদা মলম

২৪। উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে আসা পাখিগুলো বাধের কাছে কত দিন বিশ্রাম নিত?

ক. একদিন

খ. দুতিনদিন

গ. সাত আট দিন

ঘ. দশ এগার দিন

২৫। কুমু পাখিটার দিকে বিস্কুট ছুড়ে মারলে পাখিটা কী করে?

ক. ভয়ে কাপতে থাকে

খ. বিস্কুট খেতে শুরু করে

গ. ওড়ার চেষ্টা করে

ঘ. পাথর হে যজমে যায়

২৬। আন্দামান দ্বীপাচল কোথায় অবস্থিত?

ক. আরব সাগর

খ. ভারত মহাসাগর

গ. প্রশান্ত মহাসাগর

ঘ. উত্তর মহাসাগর

২৭। বিঘত শব্দের অর্থ কী?

ক. আধা হতে পরিমাণ

খ. এক হাত পরিমাণ

গ. দেড় হাত পরিমাণ

ঘ. দুই হাত পরিমাণ

২৮। আচরে পাচড়ে শব্দের অর্থ কী?

ক. অনেক চেষ্টা করে

খ. ঠুকুর ঠুকুরে

গ. ছাল ছামড়া তুলে

ঘ. নোখর বসিয়ে

২৯। মগডাল শব্দের অর্থ কী?

ক. গাছের গুড়ি

খ. সুরু ডাল

গ. মোটা ডাল

ঘ. উপরের ডাল

৩০। লীলা মজুমদারের চিরকালের সেরা গল্প সংকলন থেকে সংকলিত হয়েছে কোন গল্পটি?

ক. হলদে পাখির পালক

খ. গুপ্ত খাতা

গ. পাখি

ঘ. দিনদুপুরে

৩১। কিসের আঘাতে একটি বুন্দোহাস আহত হয়েছে?

ক. তীরের আঘাতে

খ. গুলির আঘাতে

গ. টিলের আঘাতে

ঘ. লাঠির আঘাতে

৩২। কী দেখে কুমু নিজেও সুস্থ হওয়ার প্রেরণা পায়?

ক. পাখির সেরে ওঠা

খ. লাটুর চঞ্চলতা

গ. পাখির উড়ে যাওয়া

ঘ. প্রতিবেশীর স্কুলে যাওয়া

৩৩। কুমুর অসুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে কারা?

ক. পরিবার

খ. সহপাঠী

গ. শিক্ষক

ঘ. কবিরাজ

৩৪। আহতবুন্দো হাসটির প্রতিসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়কে?

ক. দিম্মা

খ. কুমু

গ. দিম্মার ভাই

ঘ. কুমুর সহপাঠী

৩৫। লীলা মজুমদার শিশু কিশোর সাহিত্যে ঈষনীয় আসন তৈরি করেছেন

ক. গল্প বলার চণ্ডে

খ. বিজ্ঞানধর্মী লেখায়

গ. ছন্দের মিলে

ঘ. কথার জাদুতে

৩৬। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে কেন?

ক. পা খাটো হয়ে গেছে ভেবে

খ. সহপাঠীরা উপরের ক্লাসেউঠে যাবে ভেবে

গ. পাখির কষ্ট হবে

ঘ. দিম্মার বাড়ি যেতে হচ্ছে ভেবে

৩৭। এয়ারগান না থাকায় লাটুর আফসোস হয় কেন?

ক. পাখি শিকার করতে পারবে না

খ. বাহাদুরি দেখাতে পারে না

গ. খেলতে যেতে পারে না

ঘ. শিকারিদের সাথে যোগ দিতে পারবে না

৩৮। বুনো হাসগুলো ঝাকে ঝাকে উড়ে এসেছিল কেন?

ক. শিকারির হাত থেকে বাচতে

খ. ঠান্ডার হাত থেকে বাচতে

গ. খাদ্যের সন্ধান

ঘ. শিকারির অত্যাচার

৩৯। বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে বুনো হাসের ঝাক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে কেন?

ক. খাদ্যের সন্ধান

খ. আনন্দে

গ. পালিয়ে যেতে

ঘ. ভয়ে

৪০। লেবুগাছের পাতার আড়াল একটি বুনো হাস কোনমতে

আকড়ে পাকড়ে বসে থাকার কারণ

ক. অন্য পাখিরা ফেলে গেছে

খ. দল থেকে হারিয়ে গেছে

গ. গুলিতে আহত হয়েছে

ঘ. খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়েছে

৪১। কুমু আহত পাখিকে লেপের মধ্যে রাখতে চায় কেন?

ক. দিম্মার ভয়ে

খ. বিড়ালের হাত থেকে বাচতে

গ. গরম জায়গা ব্যবস্থা করতে

ঘ. পালিয়ে যেতে দিবে না বলে

৪২। লাটু আহত পাখিটির জন্য লেবু গাছের ডালে ঝুড়ি বেধে দিল কেন?

ক. যাতে পড়ে না যায়

খ. যাতে অন্য পাখিরা দেখতে পায়

গ. যাতে কেউ ধরতে না পারে

ঘ. যাতে উড়ে যেতে না পারে

৪৪। কুমু মা বাবাকে চিঠি লিখেছিল কেন?

ক. পাখিরসেরে ওঠার কথা জানাতে

খ. তার সেরে ওঠের কথা জানাতে

গ. দিম্মার বাড়ির কথা জানাতে

ঘ. পাখি শিকারিদের কথা জানাতে

৪৫। কুমুর পাখিটা হঠাৎ ডাল ছেড়ে অনেকখানি উচতে উড়ে গেল কেন?

ক. তার বিপদের কথা জানাতে

খ. অন্য পাখির সঙ্গী হতে

গ. কাক আক্রাশন করলে

ঘ. অন্য পাখিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

৪৬। বুনোহাসটার একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে কেন?

ক. বিড়ালে কামড় দিয়েছে বলে

খ. ঝড়ে ভেসে যাওয়ার কারণে

গ. লাটু মলম লাগিয়েছে বলে

ঘ. গুলি লাগার কারণে

৪৭। কুমুর পাখিরও বুনো হাসগুলোর সঙ্গ নিল কেন?

ক. শিকারিদের ভয়ে

খ. ঘরে ফেরার তাগিদে

গ. লাটুর ভয়ে

ঘ. খাবারের সন্ধান

৪৮। কুমুর পাখি দল থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণ কী?

ক. দরটি পাখিটিকে সঙ্গে নিতে চায়নি বলে।

খ. দলটি অপরিচিত ছিল বলে

গ. পাখিটি অনেক দিন আহত ছিল বলে

ঘ. খাবারের অনেক দুর্বল হয়েছিল বলে

৪৯। কুমু পাখিটাকে কেন গরম জায়গায় রাখতে চায়?

ক. জীবন বাচাতে

খ. ডিমপাড়াতে

গ. দিম্মার ভয়ে

ঘ. শীত থেকে বাচতে

৫০। পাখিটি ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল কেন?

ক. ক্ষুধার কারণে

খ. ভয় পেয়ে

